অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব -- ভবনাথ, পূর্ণ, সুরেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়িতে উঠিতেছেন। গাড়ির কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন।

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৬। নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বাটিতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট -- এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।

নরেন্দ্র -- বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কতা একজন বলেছে। ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে) -- সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বরলাভের পথের একটা স্টেজ; এই সব স্টেজ পার হলে আরও এগিয়ে পড়লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়, -- পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র -- যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি -- হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র -- সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি -- জে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে রীয়্যালিটি (সত্য)। যতক্ষণ স্বপন দেখছ। একটা বাগানে গিয়েছ, ততক্ষণ বাগানটি তোমার পক্ষে রীয়্যালিটি; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে -- যেমন জাগরণ অবস্থায় -- তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন করা যায়, -- সে অবস্থা হলে তখন রীয়্যালিটি (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র -- আমি ট্রুথ চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে) -- কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র -- উনি আমায় বলছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বললাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না।'

"তিনি বললেন -- 'অনেকে যা বলবে, তাই তো সত্য -- তাই তো ধর্ম!'

"আমি বললাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না'।"

মণি (সহাস্যে) -- তোমার ভাব Copernicus, Berkeley -- এদের মতো। জগতের লোক বললছে, -- সূর্য চলছে, Copernicus তা শুনলে না; জগতের লোক বলছে External World (জগৎ) আছে, Berkeley তা শুনলে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Berkeley a philosophical Copernicus?'

নরেন্দ্র -- একখানা History of philosophy দিতে পারেন?

মণি -- কি, Lewis?

নরেনদ্র -- না, Ueberweg; -- German পড়তে হবে।

মণি -- তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর!' তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে? তুমি ল্যাজারাস্-এর গল্প তো জান? যখন ল্যাজারাস্ পরলোকে গিয়ে এব্রাহাম-কে বললে যে, আমি আত্মীয়বন্ধুদের বলে আসি যে সত্যই পরলোক আর নরক আছে। এব্রাহাম বললেন, তুমি গিয়ে বললে কি তারা বিশ্বাস করবে? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে।

"ঠাকুর বলছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়, -- জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ, -- সব।"

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাস্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, "বিদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম। আমারও তো খ্যাঁটের যোগাড় করতে হবে। ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় না?"

[*রামলাল -- পূর্ণের গাড়িভাড়া -- সুরেন্দ্রের খসখসের পরদা*]

বেলা তিনটে-চারটে। ঠাকুর শুইয়া আছেন। রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সিঁথির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে -- ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়িভাড়া করিয়া কাশীপুরের উদ্যানে আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়িভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এঁর কাছে (টাকা) পেয়েছ?"

গোপাল -- আজ্ঞা, হাঁ।

রাত নয়টা হইল। সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র -- দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। সুরেন্দ্র তাই খসখস আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা হইবে।

সুরেন্দ্র -- কই, খসখস কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না? -- কেউ মনোযোগ করে না।

একজন ভক্ত (সহাস্যে) -- ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোঽহম্' -- জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্য)